শেখ হাসিনা মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়, খুলনা

মেডিকেল কলেজ, ডেন্টাল কলেজ, নার্সিং কলেজ বা ইনস্টিটিউট বা অন্য কোন মেডিকেল ও নার্সিং সংক্রান্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ অধিভূক্তিকরণ (Affiliation) সম্পর্কিত নীতিমালা

গত ০২/০৪/২০২২ ইং তারিখে অনুষ্ঠিত অত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেটের প্রথম সভায় অনুমোদিত

১। **শিরোনামঃ** এই নীতিমালা খুলনা বিভাগসহ স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় অথবা সরকার কর্তৃক নির্দিষ্টকৃত সরকারি ও বেসরকারি মেডিকেল কলেজ, ডেন্টাল কলেজ, নার্সিং কলেজ বা ইনস্টিটিউট বা অন্য কোন মেডিকেল ও নার্সিং সংক্রান্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ শেখ হাসিনা মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে অধিভূক্তিকরণ নীতিমালা নামে অভিহিত হইবে।

২। **সংজ্ঞা বিষয় অথবা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কোন কিছু না থাকিলে এই নীতিমালায় ঃ-**

(১) 'বিশ্ববিদ্যালয়" অর্থ শেখ হাসিনা মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়, খুলনা কে বুঝাইবে।

(২) "কলেজ" অর্থ শেখ হাসিনা মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় এর অধীনে অধিভূক্ত কলেজকে বুঝাইবে।

(৩) "কলেজ ইন্সপেক্টর/পরিদর্শক" অর্থ শেখ হাসিনা মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়, খুলনার কলেজ পরিদর্শককে বুঝাইবে।

(৪) "পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক" অর্থ শেখ হাসিনা মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়, খুলনার পরীক্ষা নিয়ন্ত্রককে বুঝাইবে।

(৫) "অধ্যক্ষ" অর্থ শেখ হাসিনা মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় এর অধীনে অধিভূক্ত কলেজের অধ্যক্ষকে বুঝাইবে।

(৬) "শিক্ষক" অর্থ শেখ হাসিনা মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল পর্যায়ের শিক্ষকসহ অধিভূক্ত কলেজের শিক্ষককে বুঝাইবে।

(৭) "গভর্নিং বডি" অর্থ শেখ হাসিনা মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় এর অধীনে অধিভূক্ত সরকারী ও বেসরকারী কলেজের গভর্নিং বডি কে বুঝাইবে।

(৮) "অধিভূক্তিকরণ" অর্থ খুলনা বিভাগসহ স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ , স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় অথবা সরকার কর্তৃক নির্দিষ্টকৃত সরকারি ও বেসরকারি মেডিকেল কলেজ, ডেন্টাল কলেজ, নার্সিং কলেজ বা ইনস্টিটিউট বা অন্য কোন মেডিকেল ও নার্সিং সংক্রান্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহকে অধিভূক্তকরণ বুঝাইবে।

(৯) "শিক্ষার্থী" অর্থ খুলনা বিভাগসহ স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ , স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় অথবা সরকার কর্তৃক নির্দিষ্টকৃত সরকারি ও বেসরকারি মেডিকেল কলেজ, ডেন্টাল কলেজ, নার্সিং কলেজ বা ইনস্টিটিউট বা অন্য কোন মেডিকেল ও নার্সিং সংক্রান্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে নিয়মিত শিক্ষা কার্যক্রমে নিবন্ধিত কোন শিক্ষার্থীকে বুঝাইবে।

(১০) "রেজিস্ট্রেশন" অর্থ খুলনা বিভাগসহ স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ , স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় অথবা সরকার কর্তৃক নির্দিষ্টকৃত সরকারি ও বেসরকারি মেডিকেল কলেজ, ডেন্টাল কলেজ, নার্সিং কলেজ বা ইনস্টিটিউট বা অন্য কোন মেডিকেল ও নার্সিং সংক্রান্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের শিক্ষার্থীদের শেখ হাসিনা মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে রেজিস্ট্রেশন করা বুঝাইবে।

(১১) "নীতিমালা" অর্থ শেখ হাসিনা মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় আইন' ২০২১ এর অধীনে সিন্ডিকেট কর্তৃক অনুমোদিত নীতিমালাকে বুঝাইবে।

৩। **অধিভূক্তিকরণ কমিটিঃ** শেখ হাসিনা মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে অধিভূক্তি সংক্রান্ত সকল প্রশাসনিক ও শিক্ষা কার্যক্রম এবং অধিভূক্ত কলেজসমূহকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য কমিটি "অধিভূক্তিকরণ কমিটি" নামে অভিহিত হইবে। কমিটি নিম্নবর্ণিত ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে গঠিত হইবে।

(ক) উপাচার্য	সভাপতি
(খ) উপ-উপাচার্য	সদস্য
(গ) সংশ্লিষ্ট ফ্যাকাল্টির ডীন (১ জন)	সদস্য
(ঘ) সিন্ডিকেট কর্তৃক মনোনীত একজন সদস্য	সদস্য
(ঙ) রেজিস্ট্রার	সদস্য
(চ) কলেজ পরিদর্শক	সদস্য-সচিব

৪। **অধিভূক্তিকরণ কমিটির সভা ঃ**

(১) কমিটির সভাপতি কর্তৃক নির্ধারিত স্থান, তারিখ ও সময়ে সভা অনুষ্ঠিত হইবে।

(২) সভাপতির নির্দেশক্রমে কমিটির সদস্য-সচিব আলোচ্যসূচী নির্ধারণপূর্বক সভা আহ্বান করিবেন।

(৩) অধিভূক্তিকরণ কমিটির সকল সভায় সভাপতি সভাপতিত্ব করিবেন, তবে কোন কারণে সভাপতি অনুপস্থিত থাকিলে তাহার স্থলে উপ-উপাচার্য বা উপাচার্য ও উপ-উপাচার্য উভয়ে অনুপস্থিত থাকিলে তাহার স্থলে যিনি উপাচার্যের দায়িত্বে থাকিবেন তিনি সভায় সভাপতিত্ব করিবেন।

(৪) কমপক্ষে এক তৃতীয়াংশ সদস্যের উপস্থিতিতে সভার কোরাম হইবে। ভগ্নাংশকে পূর্ণ সংখ্যা গণনা করিয়া মোট সদস্যের এক-তৃতীয়াংশ সদস্য নিয়া কমিটির সভার কোরাম হইবে।

(৫) উপস্থিত সদস্যদের সংখ্যা গরিষ্ঠ মতামতের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গৃহিত হইবে; তবে মতামতের সমতার ক্ষেত্রে সভার সভাপতির একটি নির্ণায়ক ভোট প্রদানের ক্ষমতা থাকিবে।

(৬) বিশেষ জরুরী প্রয়োজনে সভাপতির নির্দেশে কমিটির সদস্য-সচিব ২৪ (চব্বিশ) ঘন্টার নোটিশে সভা আহ্বান করিতে পারিবেন।

৫। অধিভূক্তিকরণ কমিটির দায়িত্ব ও কার্যাবলীঃ

(১) অধিভূক্ত মেডিকেল, ডেন্টাল ও নার্সিং কলেজসমূহে এই নীতিমালার প্রয়োগ নিশ্চিত করার জন্য কমিটি দিক নির্দেশনা প্রদান করিবে।

(২) শেখ হাসিনা মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাথমিক অধিভূক্তি, অধিভূক্তি নবায়ন, আসন সংখ্যা বৃদ্ধি, পরীক্ষা কেন্দ্র নির্ধারণ ও পরীক্ষা সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয় ও একাডেমিক সকল কর্মকান্ড পরিচালনার সুপারিশ অনুমোদনের জন্য সিন্ডিকেট সভায় প্রেরণ করিবে।

(৩) অধিভূক্ত কোন কলেজ এই নীতিমালার কোন শর্ত ভঙ্গ করিলে সংশ্লিষ্ট কলেজের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সিন্ডিকেট সভায় পেশ করা হইবে।

(৪) বিশেষ ক্ষেত্রে সিন্ডিকেটের অনুমোদন সাপেক্ষে যে কোন কলেজকে প্রাথমিকভাবে অধিভূক্ত করিতে পারিবে।

(৫) অধিভূক্তি, অধিভূক্তি নবায়ন, পরিদর্শন ও পরীক্ষার সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে লিখিতভাবে কোন অভিযোগ উত্থাপিত হইলে তাহা আমলে নিয়া তদন্ত কমিটি গঠন এবং অভিযোগ প্রমাণিত হইলে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ অনুমোদনের জন্য সিন্ডিকেট সভায় প্রেরণ করিবে।

৬। গভর্নিং বডি গঠন ও কার্যাবলী ঃ

(১) প্রত্যেক বেসরকারী মেডিকেল/ডেন্টাল/নার্সিং কলেজে একটি গভর্নিং বডি থাকিতে হইবে। তবে, সরকারী মেডিকেল/ডেন্টাল/নার্সিং কলেজের ক্ষেত্রে গভর্নিং বডি থাকার শর্ত বাধ্যতামূলক নয়।

(২) সর্বোমোট ১১ (এগার) জন সদস্য বিশিষ্ট গভর্নিং বডি নিম্নরুপভাবে গঠন করিতে হইবে এবং বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত হইতে হইবে।

(ক) উপাচার্য কর্তৃক মনোনীত একজন অধ্যাপক	সভাপতি
(খ) দাতা সদস্য ০১(এক) জন	সদস্য
(গ) উপাচার্য কর্তৃক মনোনীত ০২ (দুই) জন প্রতিনিধি	সদস্য
(ঘ) স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক কর্তৃক মনোনীত প্রতিনিধি	সদস্য
(ঙ) উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান	সদস্য
(চ) সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক প্রতিনিধি ০১ (এক) জন	সদস্য
(ছ) সংশ্লিষ্ট অভিভাবক প্রতিনিধি ০১ (এক) জন	সদস্য
(জ) বিএমডিসি এর ০১ (এক) জন প্রতিনিধি	সদস্য
(ঝ) স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের ০১ জন প্রতিনিধি (যুগ্ম সচিবের নীচে নহে)	সদস্য
(ঞ) মেডিকেল/ডেন্টাল/নার্সিং কলেজের অধ্যক্ষ	সদস্য-সচিব

(৩) গভর্নিং বডির মেয়াদকাল ০২ (দুই) বৎসর হইবে।

(৪) কমপক্ষে এক তৃতীয়াংশ সদস্যের উপস্থিতিতে সভার কোরাম হইবে। ভগ্নাংশকে পূর্ণ সংখ্যা গণনা করিয়া মোট সদস্যের এক-তৃতীয়াংশ সদস্য নিয়া কমিটির সভার কোরাম হইবে।

(৫) উপস্থিত সদস্যদের সংখ্যা গরিষ্ঠ মতামতের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গৃহিত হইবে; তবে মতামতের সমতার ক্ষেত্রে সভার সভাপতির একটি নির্ণায়ক ভোট প্রদানের ক্ষমতা থাকিবে।

(৬) প্রতিটি সভার দিন ও তারিখ সভা অনুষ্ঠানের কমপক্ষে ০৭(সাত) কর্মদিবসের পূর্বে গভর্নিং বডির সভাপতির সম্মতিক্রমে সদস্য-সচিব সভার নোটিশ প্রেরণ করিবেন।

(৭) কলেজের বিশেষ পরিস্থিতিতে কোন সভা অনুষ্ঠানের প্রয়োজন হইলে ০৩(তিন) দিন পূর্বে এবং জরুরী সভার প্রয়োজন হইলে ২৪ (চব্বিশ) ঘন্টা পূর্বে গভর্নিং বডির সদস্য-সচিব সভার নোটিশ প্রদান করিতে পারিবেন।

(৮) গভর্নিং বডির কোন সদস্যের বিরুদ্ধে নৈতিকতা বিরোধী কোন অপরাধ প্রমাণিত হইলে কিংবা আদালতে দন্ডিত হইলে অথবা লিখিত আবেদন ব্যতীত পরপর ০৩ (তিন) টি সভায় যোগদান করিতে ব্যর্থ হইলে তাহার সদস্যপদ বিলুপ্ত হইবে।

(৯) কোন মেডিকেল/ডেন্টাল/নার্সিং কলেজের গভর্নিং বডি অদক্ষতা, আর্থিক অনিয়ম, বিশৃঙ্খলা এবং একাডেমিক ও প্রশাসনিক কাজ চালিয়ে যাইতে ব্যর্থ হইয়াছে মর্মে প্রমাণিত হইলে 'অধিভূক্তিকরণ কমিটি' উক্ত গভর্নিং বডির অনুমোদন বাতিল করার জন্য সিন্ডিকেটে সুপারিশ করিবে।

(১০) গভর্নিং বডির সভাপতি সভায় সভাপতিত্ব করিবেন। তবে কোন কারণে সভাপতি অনুপস্থিত থাকিলে সভাপতি কর্তৃক মনোনীত প্রতিনিধি সভায় সভাপতিত্ব করিবেন।

(১১) গভর্নিং বডির সদস্য-সচিব সভার কার্যবিবরণী প্রস্তুত ও সংরক্ষণ করিবেন এবং পরবর্তী সভায় নিশ্চিতকরণের জন্য পেশ করিবেন। কার্যবিবরণী নিশ্চিত করার পর কার্যবিবরণীর ০২(দুই) টি কপি বিশ্ববিদ্যালয়ের কলেজ পরিদর্শক ও রেজিস্ট্রার দপ্তরে প্রেরণ করিবেন।

(১২) গভর্নিং বডি সংশ্লিষ্ট কলেজের নির্বাহী কর্তৃপক্ষ হিসাবে কাজ করিবে, কলেজটির যাবতীয় কর্মকান্ড তদারকি করিবে, পড়ালেখার মান নিশ্চিত করিবে, শৃঙ্খলা বজায় রাখিবে, বিশ্ববিদ্যালয়ের সংবিধি, বিধি, বিধান ও নীতিমালা অনুযায়ী সকল ক্ষমতা প্রয়োগ করিবে।

(১৩) গভর্নিং বডি, কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগের জন্য ০৫ (পাঁচ) সদস্য বিশিষ্ট সিলেকশন কমিটি গঠন করিবে। উক্ত সিলেকশন কমিটিতে উপাচার্য কর্তৃক মনোনীত ০২ (দুই) জন সদস্য থাকিবেন।

(১৪) গভর্নিং বডি বার্ষিক বাজেট অনুমোদন করিবে ও তহবিলের হিসাব যথাযথভাবে সংরক্ষণ ও নিরীক্ষণ করার ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

(১৫) গভর্নিং বডি একাডেমিক উন্নয়নের জন্য যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করিবে।

(১৬) গভর্নিং বডি সরকার ও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক নির্দেশিত সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়ন করিবে।

(১৭) গভর্নিং বডি দেশের প্রচলিত আইন কাঠামোর আওতায় প্রতিষ্ঠানের উন্নতির জন্য কল্যাণকর যে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারিবে।

৭। বিশ্ববদ্যিালয়ের প্রাথমিক অধিভূক্তির জন্য শিক্ষক সম্পর্কিত শর্তাবলীঃ

(১) মেডিকেল কলেজ

(ক) প্রতি ৫০ (পঞ্চশ) জন শিক্ষার্থীর প্রতিটি মৌলিক ও প্যারা ক্লিনিক্যাল বিষয়ের জন্য শিক্ষক থাকিতে হইবে; অধ্যাপক-০১ (এক) জন, সহযোগী অধ্যাপক নূন্যতম-০১(এক) জন, সহকারী অধ্যাপক নূন্যতম -০২(দুই) জন ও প্রভাষক নূন্যতম -০৩(তিন) জন

(খ) প্রতি ৫০ (পঞ্চশ) জন শিক্ষার্থীর প্রতিটি ক্লিনিক্যাল বিষয়ের জন্য শিক্ষক থাকিতে হইবে; অধ্যাপক-০১ (এক) জন, সহযোগী অধ্যাপক নূন্যতম -০১(এক) জন, সহকারী অধ্যাপক নূন্যতম-০২(দুই) জন, সহকারী রেজিস্ট্রার নূন্যতম-০১(এক) জন, রেসিডেন্ট/হাউজ অফিসার/মেডিকেল অফিসার/প্রভাষক নূন্যতম-১০(দশ) জন

(গ) প্রতি ৫০ (পঞ্চশ) জন শিক্ষার্থীর প্রতিটি অন্যান্য বিষয়ের জন্য শিক্ষক থাকিতে হইবে; অধ্যাপক/সহযোগী অধ্যাপক নূন্যতম-০১(এক) জন, সহকারী অধ্যাপক নূন্যতম-০১(এক) জন ও প্রভাষক নূন্যতম -০৩(তিন) জন

(ঘ) অতিরিক্ত শিক্ষার্থীর জন্য উপরোক্ত শিক্ষক সংখ্যা আনুপাতিক হারে বৃদ্ধি করিতে হইবে। খন্ডকালীন শিক্ষক মোট শিক্ষকের ১০% এর বেশি হইবে না।

(২) নার্সিং কলেজ

(ক) প্রতি ৫০ (পঞ্চশ) জন শিক্ষার্থীর প্রতিটি মৌলিক ও প্যারা ক্লিনিক্যাল বিষয়ের জন্য শিক্ষক থাকিতে হইবে; অধ্যাপক/সহযোগী অধ্যাপক-০১(এক) জন, সহকারী অধ্যাপক-০২(দুই) জন, প্রভাষক/ইনস্ট্রকটর-০৩(তিন) জন

(খ) প্রতি ৫০ (পঞ্চশ) জন শিক্ষার্থীর প্রতিটি ক্লিনিক্যাল বিষয়ের জন্য শিক্ষক থাকিতে হইবে; অধ্যাপক-০১(এক) জন, সহযোগী অধ্যাপক-০১(এক) জন, সহকারী অধ্যাপক-০২(দুই) জন, প্রভাষক/ইনস্ট্রকটর/ সমমানের চিকিৎসক-০৩(তিন) জন

(গ) প্রতি ৫০ (পঞ্চশ) জন শিক্ষার্থীর প্রতিটি অন্যান্য বিষয়ের জন্য শিক্ষক থাকিতে হইবে; অধ্যাপক/সহযোগী অধ্যাপক-০১(এক) জন, সহকারী অধ্যাপক-০২(দুই) জন, প্রভাষক/ইনস্ট্রকটর-০৩(তিন) জন

(ঘ) অতিরিক্ত শিক্ষার্থীর জন্য উপরোক্ত শিক্ষক সংখ্যা আনুপাতিক হারে বৃদ্ধি করিতে হইবে। খন্ডকালীন শিক্ষক মোট শিক্ষকের ১০% এর বেশি হইবে না।

(৩) ডেন্টাল কলেজ

(ক) প্রতি ৫০ (পঞ্চশ) জন শিক্ষার্থীর প্রতিটি মৌলিক ও প্যারা ক্লিনিক্যাল বিষয়ের জন্য শিক্ষক থাকিতে হইবে; অধ্যাপক-০১ (এক) জন, সহযোগী অধ্যাপক-০১(এক) জন, সহকারী অধ্যাপক-০২(দুই) জন ও প্রভাষক-০২(দুই) জন

(খ) প্রতি ৫০ (পঞ্চশ) জন শিক্ষার্থীর প্রতিটি ক্লিনিক্যাল বিষয়ের জন্য শিক্ষক থাকিতে হইবে; অধ্যাপক-০১ (এক) জন, সহযোগী অধ্যাপক-০১(এক) জন, সহকারী অধ্যাপক-০২(দুই) জন, সহকারী রেজিস্ট্রার/ডেন্টল সার্জন/প্রভাষক-০৩(তিন) জন

(গ) প্রতি ৫০ (পঞ্চশ) জন শিক্ষার্থীর প্রতিটি অন্যান্য বিষয়ের জন্য শিক্ষক থাকিতে হইবে;
অধ্যাপক/সহযোগী অধ্যাপক-০১(এক) জন, সহকারী অধ্যাপক-০২(দুই) জন ও প্রভাষক-০৩(তিন) জন

(ঘ) অতিরিক্ত শিক্ষার্থীর জন্য উপরোক্ত শিক্ষক সংখ্যা আনুপাতিক হারে বৃদ্ধি করিতে হইবে। খন্ডকালীন শিক্ষক মোট শিক্ষকের ১০% এর বেশি হইবে না।

৮। শিক্ষকগণের শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতার শর্তাবলীঃ

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের গত ১৮/০৩/২০২১ ইং তারিখের স্মারক নং ৩৭.০০.০০০০.০৭৯.৯৯.০০১.১৯.১০৪ মোতাবেক মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় ও মেডিকেল কলেজগুলোর বিভিন্ন পদে শিক্ষক নিয়োগ ও পদোন্নয়নের যুগপোযোগী নীতিমালা প্রনয়নের ক্ষেত্রে ন্যূনতম যোগ্যতা নির্ধারণের অনুমোদিত নির্দেশিকা অনুসরণ করিতে হইবে।

৯। কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ সম্পর্কিত শর্তাবলীঃ

(ক) **মেডিকেল ও ডেন্টাল কলেজ ইউনিট:** প্রতি ৫০(পঞ্চশ) জন শিক্ষার্থী-আসন বিশিষ্ট মেডিকেল ও ডেন্টাল কলেজ/ ইউনিটের মৌলিক, প্যারা ক্লিনিক্যাল, ক্লিনিক্যাল প্রতিটি বিভাগের জন্য ল্যাব টেকনিশিয়ান-০১ (এক) জন, ল্যাব অ্যাটেনডেন্ট-০১(এক) জন, কম্পিউটার অপারেটর-০১(এক) জন, অফিস সহকারী-০১(এক) জন, স্টোর কিপার-০১(এক) জন, অফিস সহায়ক-০২(দুই) জন নিয়োগ করিতে হইবে। এছাড়া স্পেসিফিক বিভাগের স্পেশালাইজড পদে (হালনাগাদ বিএম এ্যান্ড ডিসি ক্রাইটেরিয়া ও স্ট্যান্ডার্ড অনুসারে) কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ করিতে হইবে। (উদাহরণ: অ্যানাটমি বিভাগের জন্য ট্যাক্সিডার্মিস্ট)। অন্যান্য বিভাগের জন্যও প্রয়োজন মতো কর্মকর্তা/কর্মচারী নিয়োগ করিতে হইবে। অতিরিক্ত শিক্ষার্থীর সংখ্যার জন্য উপরোক্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারী সংখ্যা আনুপাতিক হারে বৃদ্ধি করিতে হইবে।

(খ) **নার্সিং কলেজ ইউনিট:** প্রতি ৫০(পঞ্চশ) জন শিক্ষার্থী-আসন বিশিষ্ট নার্সিং কলেজের মৌলিক, প্যারা ক্লিনিক্যাল, ক্লিনিক্যাল প্রতিটি বিভাগের জন্য ল্যাব টেকনিশিয়ান-০১ (এক) জন, ল্যাব অ্যাটেনডেন্ট-০১(এক) জন, কম্পিউটার অপারেটর-০১(এক) জন, ক্লার্ক-০১(এক) জন, স্টোর কিপার-০১(দুই) জন, ক্লিনার-০১(এক) জন, অফিস সহায়ক-০২(দুই) জন নিয়োগ করিতে হইবে। এছাড়া স্পেসিফিক বিভাগের স্পেশালাইজড পদে কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ করিতে হইবে। (উদাহরণ: অ্যানাটমি বিভাগের জন্য ট্যাক্সিডার্মিস্ট)। অন্যান্য বিভাগের জন্যও প্রয়োজন মতো কর্মকর্তা/কর্মচারী নিয়োগ করিতে হইবে। অতিরিক্ত শিক্ষার্থীর সংখ্যার জন্য উপরোক্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারী সংখ্যা আনুপাতিক হারে বৃদ্ধি করিতে হইবে।

১০। গবেষণাগার/যন্ত্রপাতি/রাসায়নিক দ্রব্যাদি সম্পর্কিত শর্তাবলীঃ

(ক) কলেজের বিষয়/বিভাগ ভিত্তিক চেকলিস্ট অনুযায়ী প্রয়োজনীয় সংখ্যক গবেষণাগার/যন্ত্রপাতি/রাসায়নিক দ্রব্যাদি থাকিতে হইবে।

(খ) সিলেবাস সংশোধন/পরিবর্তনের সাথে সম্পর্ক রেখে গবেষণাগার/যন্ত্রপাতি/রাসায়নিক দ্রব্যাদি ইত্যাদির সংখ্যা, পরিমাণ, প্রকৃতি ও নাম পরিবর্তন করা হইবে।

১১। শিক্ষার্থী ভর্তির শর্তাবলিঃ

(ক) বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক বিভাগ/কোর্স প্রাথমিক অধিভূক্তি অনুমোদনের পরেই সংশিষ্ট কলেজ শিক্ষার্থী ভর্তির বিজ্ঞপ্তি দিতে পারিবে। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রাথমিক অনুমোদনের পূর্বে কোন কলেজ কোন বিভাগ/কোর্সে শিক্ষার্থী ভর্তি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করিলে কিংবা শিক্ষার্থী ভর্তি করিলে তাহা অবৈধ বলিয়া বিবেচিত হইবে। সেই ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কলেজকে কালো তালিকাভূক্ত করা হইবে এবং ভবিষ্যতে উক্ত কলেজের অধিভূক্তি সংক্রান্ত কোন আবেদন বিশ্ববিদ্যালয় গ্রহণ করিবে না। সরকারি কলেজের ক্ষেত্রে এই শর্ত শিথিলযোগ্য।

(খ) শিক্ষার্থী ভর্তির ক্ষেত্রে মেধাকে প্রাধান্য দিতে হইবে। বেসরকারী মেডিকেল ও ডেন্টাল কলেজসমূহে ভর্তির ক্ষেত্রে শিক্ষাগত ও অন্যান্য যোগ্যতা সরকারি নীতিমালা ও বিশ্ববিদ্যালয়ের নীতিমালা অনুসরণ করিতে হইবে। নার্সিং কলেজে ভর্তির ক্ষেত্রে শিক্ষাগত ও অন্যান্য যোগ্যতা নার্সিং কাউন্সিল/ সরকারি নীতিমালা ও বিশ্ববিদ্যালয়ের নীতিমালা অনুসরণ করিতে হইবে।

(গ) বেসরকারী মেডিকেল কলেজের অনুমোদিত আসনের শতকরা ০৫(পাঁচ) জন মেধাবী অথচ দরিদ্র ও অসচ্ছল শিক্ষার্থীকে সরকারী কলেজের অনুরুপ খরচে অধ্যয়নের সুযোগ নিশ্চিত করিতে হইবে। এই সুযোগ প্রাপ্তদের তালিকা প্রতি শিক্ষাবর্ষে ভর্তির পরপরই কলেজ পরিদর্শকের দপ্তরে প্রেরণ করিতে হইবে। উক্ত তালিকায় সংশ্লিষ্ট শিক্ষার্থীর নাম, মোবাইল নম্বর, পিতার নাম, স্থায়ী ঠিকানা, পরীক্ষাসমূহ পাশের বৎসর, পরীক্ষার প্রাপ্ত নম্বর এবং অন্যান্য যে সব দিক বিবেচনা করিয়া তাহাদের এই সুযোগ দেওয়া হইয়াছে তাহা উল্লেখ করিতে হইবে। এতদব্যতীত এইরুপ শিক্ষার্থী ভর্তির ক্ষেত্রে তাহাদের নিকট হইতে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান সেবা প্রদান সংক্রান্ত বাধ্যবাধকতামূলক কোন মুচলেকা গ্রহণ করিতে পারিবে না।

(ঘ) ভর্তি প্রক্রিয়া সমাপ্তির পরপরই নির্বাচিত ও অপেক্ষামান শিক্ষার্থীর তালিকা কলেজ পরিদর্শকের দপ্তরে প্রেরণ করিতে হইবে।

১২। অর্ধ-বার্ষিক ও বার্ষিক প্রতিবেদন প্রেরণঃ

(ক) বেসরকারী মেডিকেল কলেজ/ডেন্টাল কলেজ/নার্সিং কলেজকে প্রতি বৎসর জুন মাসে হালনাগাদ শিক্ষক তালিকা কলেজ পরিদর্শকের দপ্তরে প্রেরণ করিতে হইবে।

(খ) বেসরকারী মেডিকেল/ডেন্টাল/নার্সিং কলেজের আয় ও ব্যয়ের বাৎসরিক নিরীক্ষা রিপোর্টসহ প্রতিবেদন কলেজ পরিদর্শকের দপ্তরে প্রেরণ করিতে হইবে।

(গ) বেসরকারী মেডিকেল/ডেন্টাল/নার্সিং কলেজের চাকুরী বিধি, জনবল কাঠামো প্রতি বৎসর কলেজ পরিদর্শকের দপ্তরে প্রেরণ করিতে হইবে।

(ঘ) প্রত্যেক বেসরকারী মেডিকেল ও ডেন্টাল কলেজের সংরক্ষিত তহবিলে কোন সিডিউল ব্যাংকে কমপক্ষে ১,৫০,০০,০০০/- (এক কোটি পঞ্চাশ লক্ষ) টাকা এবং নার্সিং কলেজের জন্য ৭৫,০০,০০০/-(পঁচাত্তর লক্ষ) জমা রাখিতে হইবে। সংশ্লিষ্ট ব্যাংকে এই মর্মে নির্দেশনা থাকিতে হইবে যে, শেখ হাসিনা মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এবং গভর্নিং বডির অনুমোদন ব্যতিরেকে উল্লেখিত টাকা কখনও উত্তোলন করা যাইবে না। তবে উল্লেখিত টাকার লভ্যাংশ গভর্নিং বডি ও বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদনক্রমে ব্যাংক হইতে উত্তোলন করিয়া মেডিকেল কলেজের ল্যাবরেটরী বা অন্যান্য উন্নয়নমূলক কাজে ব্যয় করা যাইবে।

(ঙ) সরকারি মেডিকেল/ডেন্টাল/নার্সিং কলেজসমূহের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রতি বৎসর কলেজ পরিদর্শকের দপ্তরে প্রেরণ করিতে হইবে।

১৩। পরীক্ষা কেন্দ্রঃ

(ক) বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্তি নবায়নের জন্য শর্ত থাকিবে যে, মেডিকেল/ডেন্টাল/নার্সিং কলেজ সংশ্লিষ্ট বিষয়/কোর্স/ বিভাগের পরীক্ষা গ্রহণ সুষ্ঠুভাবে ইতোপূর্বে সম্পন্ন করিয়াছে। অধিভুক্ত সকল কলেজ সংশ্লিষ্ট বিষয়/কোর্স/বিভাগের পরীক্ষা কেন্দ্র হওয়ার যোগ্যতা প্রাথমিক অধিভুক্তি/অধিভুক্তি নবায়ন/স্থায়ী অধিভুক্তি লাভ করিবার সাথে সাথে প্রয়োজনীয় শর্ত পূরণ সাপেক্ষে অর্জন করিবে। তবে কোন কলেজ প্রাথমিক অধিভুক্তি/অধিভুক্তি নবায়ন/স্থায়ী অধিভুক্তি লাভ করিলেও নির্ধারিত কেন্দ্র ফি বিশ্ববদ্যিালয়ে জমা না দিলে সংশ্লিষ্ট কলেজে পরীক্ষা কেন্দ্র হিসাবে অনুমোদনপ্রাপ্ত হইবে না।

(খ) সংশ্লিষ্ট কলেজে বিশ্ববিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধানে মেডিকেল কলেজ, ডেন্টাল কলেজ, নার্সিং কলেজে অথবা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ যেইরুপ নির্ধারণ করিবে সেইরুপে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভূক্তিকরণ অন্য কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হইবে। প্রাকৃতিক দূর্যোগ, আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতির আশঙ্কা বা পরীক্ষা কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনায় ব্যাঘাত সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা না থাকিলে পরীক্ষা কেন্দ্রের ভেন্যু পরিবর্তন করা যাইবে না।

(গ) কলেজের সাথে পাকা সড়কের যোগাযোগ ব্যবস্থা থাকিতে হইবে।

(ঘ) কলেজে সার্বক্ষনিকভাবে টেলিফোন/মোবাইল, ইমেইল, ফ্যাক্স ও ইন্টারনেট চালু থাকিতে হইবে।

১৪। **বেসরকারি কলেজে শিক্ষক নিয়োগে সিলেকশন কমিটিতে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধিঃ**

(ক) অধিভুক্ত সকল বেসরকারি মেডিকেল/ডেন্টাল/নার্সিং কলেজের শিক্ষক নিয়োগ সিলেকশন কমিটি/বোর্ডের মাধ্যমে সম্পন্ন করিতে হইবে। বেসরকারি কলেজের শিক্ষক নিয়োগের প্রতিটি সিলেকশন কমিটিতে উপাচার্য মহোদয় কর্তৃক মনোনীত বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধি হিসাবে ০২ (দুই) জন সদস্য অন্তর্ভুক্ত থাকিবেন। যাহার মধ্যে ০১ (এক) জন বিষয়ভিত্তিক বিশেষজ্ঞ থাকিবেন।

(খ) শেখ হাসিনা মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগে কর্মরত শিক্ষকবৃন্দ (অধ্যাপক ও সহযোগী অধ্যাপক পদমর্যাদার) নিজ ডিগ্রীর সাথে সম্পর্কিত মেডিকেল কলেজের বিভিন্ন সিলেকশন কমিটির সদস্য হিসাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধি হইতে পারিবেন।

(গ) বেসরকারি মেডিকেল/ডেন্টাল/নার্সিং কলেজের শিক্ষক নিয়োগ সভার তারিখ নির্ধারণের কমপক্ষে ০১ মাস পূর্বে কলেজ পরিদর্শক বরাবর বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধি চাহিয়া প্রয়োজনীয় কাগজপত্র (প্রতিটি প্রার্থীর যোগ্যতার সারাংশ) ও নির্ধারিত ফিসহ আবেদন করিতে হইবে।

(ঘ) এক শিক্ষাবর্ষে অত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন শিক্ষক/কর্মকর্তা ০২ (দুই)টি মাত্র কলেজের সিলেকশন কমিটির সদস্য হইতে পারিবেন।

(ঙ) সিলেকশন বোর্ডের গঠন প্রক্রিয়া অধিভূক্তকরণ সম্পর্কিত ১৮ নং ধারায় অন্যান্য শর্তসমূহের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত আছে।

১৫। **যৌন হয়রানি ও নিপীড়ন নিরোধ কমিটিঃ** সরকার কর্তৃক বিভিন্ন সময়ে জারিকৃত পরিপত্র, অফিস স্মারক, প্রজ্ঞাপন ইত্যাদি অনুযায়ী কমিটি গঠিত হইবে এবং সরকারের নির্দেশনা অনুযায়ী দাপ্তরিক কাজ পরিচালিত হইবে।

১৬। **অধিভুক্তি বাতিলঃ**

(ক) অধিভুক্ত কোন কলেজের বিরুদ্ধে সংক্ষুব্ধ কোন ব্যক্তি কিংবা ব্যক্তিবর্গ কলেজ পরিদর্শকের নিকট লিখিতভাবে অভিযোগ করিলে কলেজ পরিদর্শক সংশ্লিষ্ট ডীনসহ উপাচার্যের অনুমোদক্রমে ০৩ (তিন) সদস্য বিশিষ্ট একটি তদন্ত কমিটি গঠন করিবেন, যাহার সদস্য-সচিব হইবেন তিনি নিজেই। উল্লেখিত তদন্ত দলের প্রতিবেদনের উপর ভিত্তি করিয়া অধিভূক্তিকরণ কমিটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবেন। প্রতিবেদনে অভিযোগ প্রমাণিত হইলে অভিযুক্ত কলেজকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দিয়া কারণ দর্শানো নোটিশ দেওয়া যাইবে। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে অভিযুক্ত কলেজ হইতে আত্মপক্ষ সমর্থনের পত্র প্রাপ্তির পর অধিভূক্তকরণ কমিটি পুনরায় একটি সভার মাধ্যমে সেই পত্র পর্যালোচনা ও তাহার প্রেক্ষিতে অধিভূক্তি বহাল কিংবা বাতিল করার সুপারিশ সিন্ডিকেটে অনুমোদনের জন্য পেশ করিবেন। অত:পর বিষয়টি সিন্ডিকেটে অনুমোদিত হইবার পর স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগে নির্দেশের জন্য প্রেরণ করা হইবে।

(খ) শেখ হাসিনা মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় অধিভূক্ত কোন কলেজ নীতিমালা ভঙ্গ করিলে কলেজ পরিদর্শক সেই কলেজের বিরুদ্ধে উপযুক্ত তথ্য প্রমাণসহ অধিভূক্তিকরণ কমিটির নিকট একটি প্রতিবেদন উপস্থাপন করিবেন। প্রতিবেদনে অভিযোগ প্রমাণিত হইলে অভিযুক্ত কলেজকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দিয়া কারণ দর্শানো নোটিশ দেওয়া হইবে। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে অভিযুক্ত কলেজ হইতে আত্মপক্ষ সমর্থনের পত্র প্রাপ্তির পর অধিভূক্তিকরণ কমিটি পুনরায় একটি সভার মাধ্যমে সেই পত্র পর্যালোচনা ও তাহার প্রেক্ষিতে অধিভূক্তি বহাল কিংবা বাতিল করার সুপারিশ সিন্ডিকেটে অনুমোদনের জন্য পেশ করিবেন। অত:পর বিষয়টি সিন্ডিকেটে অনুমোদিত হইবার পর স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগে নির্দেশের জন্য প্রেরণ করা হইবে।

(গ) যুক্তিসংগত সময়ের মধ্যে অধিভূক্ত কলেজ প্রাথমিক অধিভূক্তি কিংবা বিভিন্ন সময়ে পরিদর্শন দল কর্তৃক দেয় শর্তসমূহ সন্তোষজনকভাবে পূরণে ব্যর্থ হইলে সংশ্লিষ্ট কলেজের অধিভুক্তি বাতিল করা হইবে।

১৭। ফিসঃ

(১) প্রতি বৎসর প্রত্যেক মেডিকেল কলেজ ও নার্সিং কলেজ, ডেন্টাল কলেজ এর অধিভূক্তি নবায়ন করার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্দিষ্ট হিসাব খাতে নির্ধারিত ফিস জমা দিয়া নবায়ন করিতে হইবে।

(২) প্রতি বৎসর সরকারী মেডিকেল কলেজ ও ডেন্টাল কলেজের অধিভূক্তিকরণ ফিস বাবদ ৫০,০০০/-(পঞ্চশ হাজার) টাকা, বেসরকারী মেডিকেল কলেজের অধিভূক্তিকরণ ফিস বাবদ ৫,০০,০০০/-(পাঁচ লক্ষ) টাকা, বেসরকারি ডেন্টাল কলেজের ফিস বাবদ ৪,০০,০০০/-(চার লক্ষ) টাকা, সরকারী নার্সিং কলেজের অধিভূক্তিকরণ ফিস বাবদ ২৫,০০০/- (পঁচিশ হাজার) টাকা এবং বেসরকারী নার্সিং কলেজের অধিভূক্তিকরণ ফিস বাবদ ২,০০,০০০/-(দুই লক্ষ) টাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্দেশনা অনুযায়ী নির্ধারিত ব্যাংক হিসাবে জমা দিতে হবে।

(৩) এতদব্যতীত অন্যান্য ফিস যথা-নবায়ন ফিস, শিক্ষার্থী রেজিস্ট্রেশন ফিস, পরীক্ষা ফিস, পরিদর্শন ফিস ইত্যাদি বাবদ ফিসসমূহ পরবর্তীতে বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেট নির্ধারণ করিবে।

১৮। অধিভূক্তকরণ বিষয়ক অন্যান্য শর্তসমূহঃ-

(১) সংশ্লিষ্ট কলেজে শিক্ষার্থী ভর্তির পূর্বে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের একাডেমিক অনুমোদন থাকিতে হইবে।

(২) কলেজের/স্ব স্ব প্রতিষ্ঠানের প্রশাসনিক ও একাডেমিক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য কলেজ কর্তৃপক্ষ, অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষ, প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষক ও কর্মকর্তা/কর্মচারী নিয়োগ করিবেন।

(৩) প্রত্যেক মেডিকেল/ডেন্টাল/নার্সিং কলেজের শিক্ষার মান সঠিক রাখার স্বার্থে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত সংখ্যক শিক্ষক প্রতিটি বিভাগে নিয়োগ দিতে হইবে। বিএম এন্ড ডিসির " Criteria/Standard of Bangladesh Medical and Dental Council for Recognizing Medical Colleges" এর নীতিমালা অনুযায়ী প্রতিটি বিভাগে প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষক থাকিতে হইবে।

(৪) বিএম এন্ড ডিসির " Criteria/Standard of Bangladesh Medical and Dental Council for Recognizing Medical Colleges" নীতিমালা অনুযায়ী প্রত্যেক মেডিকেল কলেজে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের জন্য আলাদা আলাদা আবাসিক ব্যবস্থা, শিক্ষার্থীদের কমন রুম, শিক্ষকদের কমন রুম, শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের জন্য অডিটোরিয়াম, প্রয়োজনীয় সংখ্যক টিউটোরিয়াল রুম থাকিতে হইবে। মেডিকেল কলেজসমূহের মিউজিয়াম ও ল্যাবের সারঞ্জমাদি বৃদ্ধি করিতে হইবে এবং পরীক্ষা গ্রহণের জন্য আলাদা ব্যবস্থাসহ অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা থাকিতে হইবে।

(৫) প্রত্যেকটি মেডিকেল কলেজ, ডেন্টাল কলেজ এবং নার্সিং কলেজে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর নামে বঙ্গবন্ধু কর্ণার থাকিতে হইবে যেখানে বঙ্গবন্ধুর জীবনীর উপর রচিত দেশের ও বিদেশের পুস্তকসমূহ সংরক্ষিত থাকিবে।

(৬) মেডিকেল, ডেন্টাল এবং নার্সিং কলেজসমূহের অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষ নিয়োগের জন্য ০৫(পাঁচ) সদস্য বিশিষ্ট একটি সিলেকশন বোর্ড/বাছাই কমিটি থাকিবে যেখানে শেখ হাসিনা মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য কর্তৃক মনোনীত ০২ (দুই) জন প্রতিনিধি থাকিবে। অপর ০৩(তিন) জন সদস্যদের মধ্যে গভর্নিং বডির সভাপতি নির্বাচনী বোর্ডের সভাপতিত্ব করিবেন। অপর ০২(দুই) জন সদস্য গভর্নিং বডি কর্তৃক মনোনীত হইবেন। সিলেকশন বোর্ড/নির্বাচনী কমিটি বিএম এন্ড ডিসি এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্দেশনা অনুযায়ী অধ্যক্ষ/উপাধ্যক্ষ নিয়োগের জন্য সুপারিশ করিবে যাহা গভর্নিং বডি কর্তৃক অনুমোদিত হইবে ।

(৭) বেসরকারি মেডিকেল/ডেন্টাল/নার্সিং কলেজে শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে কমপক্ষে ০১(এক) টি জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিতে হইবে। বিজ্ঞাপন পত্রিকায় ছাড়াও সংশ্লিষ্ট কলেজের নোটিশ বোর্ডে প্রকাশ করিতে হইবে।

(৮) কলেজটিকে কখনও লাভজনক প্রতিষ্ঠান হিসাবে বিবেচনা করা যাইবে না। কলেজের যাবতীয় আয়-ব্যয় কলেজের নামে পৃথক ব্যাংক হিসাবের মাধ্যমে পরিচালনা করিতে হইবে। গভর্নিং বডির সভাপতি ও অধ্যক্ষের যৌথ স্বাক্ষরে কলেজের সকল ব্যাংক একাউন্ট পরিচালিত হইবে।

(৯) মেডিকেল, ডেন্টাল এবং নার্সিং কলেজসমূহের যে কোন ব্যাংক হিসাব, শিক্ষা ও প্রশাসনিকসহ সকল কার্যক্রম যে কোন সময় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক তাহার প্রেরিত প্রতিনিধির মাধ্যমে পরীক্ষা নিরীক্ষা করিতে পারিবেন।

(১০) মেডিকেল, ডেন্টাল এবং নার্সিং কলেজসমূহের শিক্ষকদের উন্নয়নে কলেজ কর্তৃপক্ষ তাহাদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করিবেন এবং শিক্ষকের উচ্চতর ডিগ্রী অর্জনের ক্ষেত্রে শিক্ষা ছুটি প্রদানের ব্যবস্থা করিবেন। তবে শিক্ষা ছুটির মেয়াদ কখনও ০৩(তিন) বৎসরের অধিক হইবে না।

(১১) মেডিকেল, ডেন্টাল এবং নার্সিং কলেজসমূহের হাসপাতালের অনুমোদিত বেডের ১০০% মেডিকেল কলেজের শিক্ষার্থীদের Clinical bed-side teaching learning এর জন্য পৃথকভাবে নির্ধারিত থাকিতে হইবে।

(১২) মেডিকেল, ডেন্টাল এবং নার্সিং কলেজসমূহে অর্থ কমিটি গঠন করিতে হইবে যেখানে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের একজন প্রতিনিধি থাকিবে। উক্ত অর্থ কমিটি কলেজের আয় ও ব্যয়ের হিসাব বিবরণীসহ সকল আর্থিক কর্মকান্ড পরিচালনা করিবে।

(১৩) মেডিকেল কলেজের জন্য ১,০০,০০০ (এক লক্ষ) বর্গফুট ও হাসপাতালের জন্য ১,০০,০০০ (এক লক্ষ) বর্গফুট, নার্সিং কলেজের জন্য ৩০,০০০ (ত্রিশ হাজার) বর্গফুট এবং ডেন্টাল কলেজের জন্য ৬০,০০০ (ষাট হাজার) বর্গফুট ফ্লোর স্পেস থাকিতে হইবে।

(১৪) মেডিকেল, ডেন্টাল এবং নার্সিং কলেজসমূহে একটি কেন্দ্রীয় লাইব্রেরী থাকিতে হইবে যেখানে পর্যাপ্ত সংখ্যক বই, জার্নাল, রেফারেন্স বইসহ অন্যান্য মানসম্পন্ন পাঠ্যপুস্তক থাকিতে হইবে। লাইব্রেরীসমূহে পর্যায়ক্রমে Digitalization এর আওতায় আনিতে হইবে।

(১৫) মেডিকেল, ডেন্টাল এবং নার্সিং কলেজসমূহে নিরবিচ্ছিন্ন ইন্টারনেট সংযোগের ব্যবস্থা রাখিতে হইবে যাহার মাধ্যমে ছাত্র-ছাত্রীরা তথ্য প্রযুক্তির সকল সুযোগ-সুবিধা ভোগ করিতে পারিবে।

এতদব্যতীত সময়ে সময়ে সরকারি ও বেসরকারি মেডিকেল কলেজ, ডেন্টাল কলেজ, নার্সিং কলেজ বা ইনস্টিটিউট বা অন্য কোন মেডিকেল ও নার্সিং সংক্রান্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে কোন শর্ত আরোপের প্রয়োজন দেখা দিলে কিংবা অত্র নীতিমালায় সংযোজন, বিয়োজন, পরিমার্জন, সংশোধন ইত্যাদির প্রয়োজনীয়তা দেখা দিলে তাহা কমিটির মাধ্যমে প্রস্তুতকরতঃ সিন্ডিকেটে উপস্থাপন করিতে হইবে। অতঃপর সিন্ডিকেটে অনুমোদন লাভের পর অনুমোদিত শর্ত/শর্তসমূহ মূল নীতিমালার সাথে সংযুক্ত হইবে।

মোঃ আব্দুর রউফ
রেজিস্ট্রার
শেখ হাসিনা মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়, খুলনা
ও
সদস্য-সচিব, সংশ্লিষ্ট কমিটি

ডা. আইরিন সুলতানা
উপ কলেজ পরিদর্শক
চট্টগ্রাম মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম
ও
সদস্য, সংশ্লিষ্ট কমিটি

ডা. মো. মেহেদী নেওয়াজ
উপাধ্যক্ষ
খুলনা মেডিকেল কলেজ, খুলনা
ও
সদস্য, সংশ্লিষ্ট কমিটি

প্রফেসর ডা. মোঃ মাহবুবুর রহমান
উপাচার্য
শেখ হাসিনা মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়, খুলনা
ও
সভাপতি, সংশ্লিষ্ট কমিটি